দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

শিক্ষক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করুন

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ দেশের শিক্ষক, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি লাখ লাখ নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে (সিপিই) একটি সামাজিক আন্দোলনে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে

(প্রথম পৃঃ পর)

পরিণত করার আহবান জানিয়েছেন।

বাসস'র এ খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী বুধবার ঢাকায় তিতুমীর কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে যারা 'সিপিই' বাস্তবায়নে নিয়োজিত হবেন সেইসব শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীর এক বিরাট সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'সিপিই' সরকারের নিছক একটি প্রকল্প নয়। এটি একটি সত্যিকার জাতীয় কর্মসূচী। জনসাধারণের শিক্ষিত অংশের এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন করতে এবং স্বাধীনতাকে জনগণের কাছে অর্থবহ করে তুলতে পারি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কাজী জাফর বলেন, দেশে কিছুকাল যাবৎ যে ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলছে, প্রেসিডেন্ট এরশাদের সূচিত ইতিবাচক রাজনীতি দিয়ে তাকে ভাসিয়ে নিতে হবে।

সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও মানবহিতৈষী জনসাধারণের প্রতি তিনি সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে গোটা জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টায় সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলানোর আহবান জানান। ১৯৯১ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এই সিপিই কর্মসূচী চালু হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এই র‍্যালীতে এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী ও ঢাকা মহানগরী কর্পোরেশনের মেয়র জনাব নাজিউর রহমান সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যের মধ্যে এতে বক্তৃতা করেন কৃষিমন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসেন, প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা আলহাজ্ব মনসুর আলী সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব জামিল চৌধুরী।

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা মহাপরিচালক জনাব আবদুর রশীদ, প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিচালক জনাব আবুল হোসেন, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল্লাহ এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদও সমাবেশে বক্তৃতা দেন।

এ সমাবেশকে দেশের সিপিই অভিমুখী অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য' ঘটনাবলে অভিহিত করে কাজী জাফর বলেন, এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের এক গৌরবময় অধ্যায় সংযোজন করবে। জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় জীবনের সবচাইতে জরুরী গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত তাই সকল মহলের সর্বোচ্চ দৃষ্টিলাভের যোগ্য। সংবিধানে নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে-পর্যন্ত না একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী এবং সিপিইকে বাস্তবে পরিণত করার সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে এলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে বক্তব্য শুধু কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক করার বলিষ্ঠ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণা অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ ১৯৯১ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাখাতের এক বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরে বলেন, বর্তমান বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৫০ বছরে ৯ দশমিক ৪ থেকে বেড়ে মাত্র ২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৩০ থেকে ৩২ শতাংশের মধ্যে বলে যে হিসাবে দেয়া হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের ভিতরে এই পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সহ উন্নত দেশগুলোয় বাংলাদেশীরা ভালো শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে প্রশংসিত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশ বিশ্বের যেকোন ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো শিক্ষক সরবরাহ করার সম্ভাবনার অধিকারী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পত্র-পত্রিকায় লেখা খবরের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা কোন রাজনৈতিক কারণে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেননি, সিপিই কর্মসূচী বাস্তবায়নের এক দৃঢ় অঙ্গীকার করার জন্যই তা করেছেন।